আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

আরিফুজ্জামান ফরজ। গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ। নব্বই দশকে তিনি গ্রামের স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করেছেন। এরপর তিনি আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ বাজারে এক দাঁতের ডাক্তারের সহকারী (পিয়ন) হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন।

তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেই মুন্সিগঞ্জ বাজারে মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। নিজের নামের সাথে ডি.এম.এফ ও ডি.ডি.সি যশোর ডেন্টিষ্ট যুক্ত করেছে। গত ২ দশকের উপরে এ নাম যুক্ত টাইটেল ব্যবহার করে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছে। নিজেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত ডাক্তার হিসেবেও পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভুয়া ডিগ্রি ধারী ডাক্তারের বিরুদ্ধে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিত অভিযোগ জানালেও প্রতিকার মেলেনি। পূণরায় ওই ডাক্তার প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে।

ওই মেডিকেল ও ডেন্টালে অপারেশন থিয়েটার নোংরা আচ্ছিন্ন।সে নিজে ৮ম শ্রেণী পাশ হলেও দশম শ্রেণীর অদক্ষ সহকারী (পিয়ন) এর মাধ্যমে দাঁতের অপারেশন কার্যক্রম চালাচ্ছে। মহিলাদের জন্য নেই সহকারী (পিয়ন)। ছোট রুমে একাধিক বেড বিছানোর পাশাপাশি নেই ওয়াশ রুম।

অভিযোগকারী মুন্সিগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ী বলেন, গত ১ মাস পূর্বে উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। তিনি আরো বলেন – ভুয়া দাঁতের চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা নিয়ে অনেক মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি অশিক্ষিত। দাঁতের পাশাপাশি নাক, কান, গলার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

আরেক ভুক্তভোগী শাহাদাত হোসেন জানান, গত কয়েক মাস পূর্বে স্ত্রীর দাঁতের চিকিৎসা করায়।সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁত তুলে এখনো দাঁতের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবিষয় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার মেলেনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে তলব করা হয়েছে। দাঁতের চিকিৎসা দেবার জন্য নিষেধ

করা হয়েছে। পূণরায় চিকিৎসা দিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অর্থায়নে আইআরডি-৩ প্রকল্পে সড়ক সংস্কার কাজের নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার করমদী হতে কল্যানপুর কালিতলা পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যায়ে দেড় (১.৫) কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গার মেসার্স আরএম ব্রিক্স।

জানাগেছে, অনিয়মের অভিযোগে বন্ধ করে দেওয়া হয় কাজ। প্রাইম কোড দিলেও নিয়ম না মেনেই সময়ের আগেই কার্পেটিং শুরু করেছে। প্রাইম কোড দেওয়ার পরে ট্যাগকোড দেওয়ার নির্শনা থাকলেও তা সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাস্তার দুই পাশের কাটা মাটির মিশ্রিত বালি দিয়ে বক্স না করেই নিম্নমানের ইট, খোয়া ও কার্পেটিংয়ে নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে রাস্তায়। এলাকাবাসীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ কাজ বন্ধ করে দিলেও তিনি স্থান ত্যাগ করলেই আবরও কাজ শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বিটুমিন ও পাথরের মিশ্রন ঠিক হয়নি তাই মালামাল সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন মেহেরপুর এলজিইডির সহকারী প্রকৌশলী নিঝুম আফরিন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাংনী উপজেলায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার বছর বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেও সংশ্লিষ্টদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। প্রকল্প গুলোতে নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী ব্যবহারের ফলে কিছু দিনের মধ্যেই রাস্তাটি ভেঙ্গে জলে যাচ্ছে সরকারি টাকা। কয়েক মাস যেতে না যেতেই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এসব সড়ক। ফলে দূর্ভোগের শিকার হতে হয় এলাকাবাসীদের।

স্থানীয় যুবক শামীম হোসেন জানান, রাস্তার কাজে অনিয়মের শেষ নেই। নিম্নমানের পিচ, পাথর দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা।

তিনি আরো বলেন, বিটুমিন মেশানোর মেশিনের কালো ধোঁয়ায় আমার ১৭দিন বয়সী শিশুর শ্বাসকষ্টসহ আশেপাশে মানুষের অনেক সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে মাহস করেনি।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শিশির আহাম্মেদ জানান, বিটুমিনে অতিরিক্ত তাপ হওয়ার কারনে কিছুটা সমস্যা হয়।পরে ওই বিটুমিন অপসারণ করে নতুন বিটুমিন দিয়ে কাজ চলছে।

তেতুঁলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, আমি গত তিনদিন আগে রাস্তাটি পরিদর্শন করেছি। একদমই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা এলজিডির প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন জানান, রাস্তাটি সকালে আমি পরিদর্শন করে এসেছি। তাদেরকে ট্যাগ কোড দিতে বলা হয়েছে। তারা যদি সঠিক কাজ না করে তাহলে আমি কাজ বন্ধ করে দিব।

মেহেরপুর এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন জানান, এলাকাবাসীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি টিম পরিদর্শন করে এর সত্যতা পেয়েছে। বিটুমিনের যে পরিমাণ তাপমাত্রা দেওয়ার কথা ছিল তার থেকে অধিক পরিমাণ তাপমাত্রা দেওয়াই বিটুমিনগুলোকে ফেলে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

গাংনীতে সহকারি শিক্ষক হামিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগ

গাংনীর শালদাহ এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হামিদুল ইসলামের নির্যাতনে অসুস্থ্য জীবন যাপন করছে সুরাইয়া নামের এক স্কুল ছাত্রী। এক সহপাঠির ঠুনকো অভিযোগে ওই ছাত্রিকে

উপর্যুপরি বেত্রাঘাত করেন শিক্ষক তারই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হামিদুল ইসলাম। চার মাসের বেশি সময় পার হলেও চিকিৎসা নিয়ে আজো সুস্থ্য হতে পারেনি সে। শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার হয়ে অসুস্থ্য মেয়েকে নিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়ে স্বর্বশান্ত তার পরিবার। উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনেক টাকা।

স্কুল ছাত্রী সুরাইয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের দিনমজুর হাফিজুল ইসলামের মেয়ে ও এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সুরাইয়ার সহপাঠিরা শ্রেনী পরিবর্তন করে অষ্টম শ্রেনীতে উঠলেও তার লেখাপড়ার পর্বটিও যেন চুকে গেছে চারমাস আগে।

সুরাইয়ার অভিযোগ, মাস পাঁচেক আগে বিদ্যালয়ের মীম নামের এক ছাত্রী সুরাইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে শিক্ষক হামিদুলের কাছে। কোন কিছু না শুনেই সহকারি শিক্ষক হামিদুল ইসলাম সুরাইয়াকে বেধড়ক বেত্রঘাত করেন। মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে সুরাইয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করলেও শোনেননি শিক্ষক হামিদুল। পরে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা সুরাইয়া কিছুটা সুস্থ করে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরদিন মেরুদণ্ডের ব্যথা বাড়তে থাকায় তাকে নেওয়া হয় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কয়েকদিন চিকিৎসা নেয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী অথবা ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।

দিনমজুর পিতা বাড়ির গরু ছাগল বিক্রি করে সুরাইয়াকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। নিউরো মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ এম. আহম্মদ আলী সুরাইয়ার আঘাতের স্থানের কয়েকটি পরীক্ষা করান। পরীক্ষায় উঠে আসে আঘাতের কারণে সুরাইয়ার মেরুদণ্ডের প্রধান শিরায় ক্ষত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার চিকিৎসা ব্যয় বহুল বলে জানতে পারে সুরাইয়ার পরিবার। বিষয়টি জানানো হয় শিক্ষক হামিদুল ইসলামকে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন ও চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিষয়টি চেপে যেতে বলেন। কিন্তু অদ্যাবদি চিকিৎসার কোন খোঁজখবর নেননি ওই শিক্ষক। বরং এখন তিনি বিভিন্ন নেতা ধরে উল্টো অপবাদ অভিযোগসহ নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছেন।

সুরাইয়ার পিতা হাফিজুল ইসলাম জানান, রাজশাহীতে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করাতে হবে বলে চিকিৎসক তাকে জানিয়েছেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রতিদিন অনেক টাকার ওষুধ লাগছে। যা কেনা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ধারদেনা করে চলছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য কয়েক লাখ টাকার প্রয়োজন। এমন কোন সম্পদ নেই যা বিক্রি করে মেয়ের চিকিৎসা করাবেন। তিনি আরো জানান, শিক্ষক যেভাবে মারধর করেছেন তা কোন শাসনের মধ্যে পড়ে না। এটি অবশ্যই নির্যাতন। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সুরাইয়ার মামা রফিকুল ইসলাম জানান, একজন ছাত্রীকে বেধড়ক মেেও যখম কেও চিকিৎসার ব্যবস্থঅ না কেও শিক্ষকরা উল্টো বদনাম চাপাচ্ছে আমার ভাগ্নের নামে। আমি ওই শিক্ষকের বিচার চাই। না হলে ওই শিক্ষকের ভয়ে অনেকেই স্কুলে যেতে চাইবেনা।

এদিকে সরজমিনে তথ্যনুসন্ধানে গেলে, ঘটনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ছাত্রীকে বেত্রাঘাতের বিষয়টি স্বীকার করে তবে উপর্যুপরি নয়, বাঁশের চিকন কঞ্চি দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অকপটে স্বীকার করেন। সেই সাথে চিকিৎসার কিছু অর্থ দেয়া হয়েছে বলে দাবী করেন তিনি। কি কারণে এমন আঘাত করা হয়েছে ? এমন প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিদ্যালয় সভাতির সাথে যোগাযোগের কথা বলেন।

বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শিক্ষক হামিদুল বদ মেজাজী এবং সব সময় শিক্ষার্থীদেরকে নানা কারণে নানা অজুহাতে মারধর করে। লেখাপড়া ঠিকমতো করান না আবার পড়ালেখা বুঝতে না পারলেও বুঝিয়ে দেন না। কেউ ভয়ে কথা বলে না।

এ বিষয়ে এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল ইসলাম জানান, সুরাইয়াকে মারধর করার ঘটনাটির সময় তিনি ছিলেন না। তবে শিক্ষক হামিদুল ইসলাম তাকে মারধর করেছেন এটা তিনি শুনেছেন এবং ওই ছাত্রীকে চিকিৎসার কিছুটা ব্যবস্থা করেছেন বলেও দাবী করেছেন তিনি।

বিদ্যালয় পরিচালনাা পর্যদের সভাপতি রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু জানান, ঘটনাটি তিনি শুনেছেন। তবে মারধরের পরিমান এতো বেশি বা তার করুন অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না। ঘটনাটি জানার পর বিষয়টি নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান এই চেয়ারম্যান।

বিষয়টি অবগত করা হলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রনী খাতুন বলেন, এ বিষয়ে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগে জরিমানা

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে আব্দুল জিহান (৩০) নামের এক ব্যাক্তিকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আব্দুল জিহান চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটি কাটার অপরাধে গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

এসময় জিহান নামের ওই ব্যাক্তিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার(ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাদির হোসেন জানান, সরকারি কোন অনুমোদন না নিয়ে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে গাংনীর আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটিকাটা অবস্থায় আব্দুল জিহান নামের এক ব্যাক্তিকে হাতেনাতে আটক করলে জিহান তার অপরাধ স্বীকার করে। এসময় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর ৫(২) ও ১৫(১)(খ) ধারায় তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে রশিদ দিয়ে টাকা

উত্তোলনের অভিযোগ

চাকরির জন্য সভাপতির হাতে জমা দেওয়া টাকা বারবার ফেরত চেয়ে না পেয়ে অবশেষে শিক্ষক কর্মচারীরা বিদ্যালয়ে অবস্থান কর্মসুচী পালন করেছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের তোপের মুখে অবরুদ্ধ করে রাখেন মেহেরপুরের গাংনীর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ আনিসুজ্জামান লুইচকে। বুধবার সকালের দিকে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষক কর্মচারীদের দাবী- বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির জন্য তাদের কাছ থেকে রশিদের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে ৬৫ লাখ টাকা। তবে ৩৫ লাখ টাকা নেয়ার বিষয়টি স্বীকারও করেছেন সভাপতি আনিসুজ্জামান লুইচ।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি বাঁশবাড়িয়া নামক স্থানে একটি খাস জমিতে স্থাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শীলা। সেসময় বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয় প্রধান শিক্ষকসহ ২৪জনকে। বিভিন্ন অজুহাতে ওই শিক্ষক কর্মচারী ছাড়াও আরো ৬জনের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় মোট ৬৫ লাখ টাকা। টাকা গ্রহণের রশিদও দেন তিনি। এ ছাড়াও জোড়পুকুর গ্রামের মকলেচুর রহমান স্বপন নামের একজন সাদিয়া পারভীন নামের একজনের কাছ থেকে টাকা নেন দুই লাখ ২০ হাজার টাকা। সংসদ সদস্যকে দেয়ার নাম করে ওই টাকা নিলেও স্বপন ও সংসদ সদস্য কিছুই জানেন না বলে দাবী করেন।

নানা কারণে বিদ্যালয়টি পশ্চিম মালসাদহ নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয় ২০১৭ সালে। কোন স্বীকৃতি না পাওয়ায় বিদ্যালয়টির শিক্ষক কর্মচারীরা টাকা ফেরতের জন্য সভাপতি আনিসুজ্জামান লুইচকে চাপ দিতে থাকেন। এক রকম বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেন তিনি। এদিকে বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক অবস্থায় যে সব শিক্ষার্থী ছিল সবাইকে অন্যত্র ভর্তি হওয়ায় শিক্ষার্থী শুণ্য হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে ধার দেনা ও সম্পদ বিক্রি করে দেয়া টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুসে উঠেন শিক্ষক কর্মচারীরা। সুযোগ খুঁজতে থাকেন বিদ্যালয়টির সভাপতির আগমনের অপেক্ষায়। অবশেষে আনিসুজ্জামান লুইচ ফিরে আসেন নিজ বাড়িতে।

সংবাদ পেয়ে সকল শিক্ষক কর্মচারীরা তার বাড়িতে উপস্থিত হলে কৌশলে তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। শিক্ষকরা তাকে গাংনী উপজেলা চত্ত্বর থেকে ধরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কক্ষে অবরোধ করে রাখেন।

খবর পেয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক শিক্ষকদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং এর ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, তিনি বাইরে আছেন এবং টাকা আত্মসাতের বিষয়টি শুনেছেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে উভয় পক্ষের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

কার্পাসডাঙ্গায় নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামে আনছার ট্রেডার্স ও আক্তার ট্রেডার্স নামের দুই সার বিক্রেতার বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত মূল্যর তোয়াক্কা না করে আরো বেশী মূল্যে ইউরিয়া ও রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, ছাতিয়ান তলা গ্রামে আনছার ট্রেডার্সের মালিক সার ও কীটনাশক বিক্রেতা মিয়ারুল কোন প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে সরকারী মূল্যর কোন তোয়াক্কা না করে ইউরিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সারে কেজি প্রতি ৩ থেকে ৪ টাকা বেশী নিয়ে বিক্রি করছেন। অপরদিকে আক্তার ট্রেডার্সের মালিক আক্তারুলও লাইসেন্স ছাড়া হরহামেশাই ইউরিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সার বিক্রি করছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ আনছার ট্রেডার্সের সত্তাধিকারী মিয়ারুল যেনো খুবই বেপরোয়া। সে কারো কোন কিছু তোয়াক্কা করেনা। ইচ্ছেমত গলা কাটা দামে চাষীদের ঠকিয়ে তাদের সাথে চরম প্রতারনা করে বেশী দামে সার বিক্রি করে মুনাফা লুটছে।

আর রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গিয়ে দোতলা বাড়ি সহ অঢেল টাকার মালিক বনে গেছে। এ বিষয়ে মিয়ারুলের সাথে কথা বললে তিনি আমতা আমতা করে দাম বেশী নেবার কথা অকপটে স্বীকার করেন।এ বিষয়ে আক্তারুলের সাথে কথা বললে তিনি জানান কেজি প্রতি ১ টাকা বেশী নেন তিনি।গাড়ি ভাড়া পড়ে একটু বেশী তাই ১ টাকা বেশী নিতে হয়।

স্থানীয় চাষীরা জানান সরকার যেখানে চাষীদের বাঁচাতে সারে প্রচুর পরিমান টাকা ভূর্তুকি দিচ্ছে সেখানে মিয়ারুলের ব্যাবসায়ীদের কারনে কৃষকরা চরম লোকসানের মুখে পড়ছে ও চরম ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তারা জানান দ্রুত এর প্রতিকার না মিললে প্রয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় বিজ্ঞ জেলা প্রশাসক সহ উদ্ধতন কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হবো তবুও এর একটা বিহিত চাই।অবৈধ এসব মুনাফালোভীদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে মিয়ারুল ও আক্তারুলের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা নিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের সাথে কথা বললে তিনি জানান এ ধরনের অভিযোগ পেলে সরকারী নির্ধারিত মূল্যের চাইতে যে বেশী দাম নেবে তার বিরুদ্ধে আমরা সাথে সাথে ব্যাবস্থা নেবো। এদের কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবেনা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সাথে কথা বললে তিনি জানান এ বিষয়ে তদন্ত করে যদি সত্যতা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই আমরা কঠোর আইনগত ব্যাবস্থা নেবো। কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবেনা।

আলমডাঙ্গার বাড়াদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে নিয়োগ দেবার

অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বাড়াদি আলহাজ্ব মীর খোস্তার আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে অফিস সহায়ক (পিয়ন) আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে। নিয়োগ পক্রিয়াটি স্কুলের অন্য শিক্ষক ও কমিটির অনেক সদস্যের অজান্তেই হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই দুজন টাকার বিনিময়ে গোপনে নিয়োগের সব প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। ২৮ বছর দায়িত্বরত অফিস সহায়ক (পিয়ন) থাকতেও পূণরায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মেয়েকে ওই দায়িত্বে নিয়োগ দেবার অভিযোগ উঠেছে ।

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে গোপনেই নিয়োগ বোর্ড গঠন করে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় সাজানো গুটি কয়েকজন প্রার্থী অংশ নেন। ওই নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়েসহ দুই প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। স্কুলে অফিস সহায়ক, আয়া ও পরিচ্ছন্নকর্মী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগে স্কুল কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়ে দিলরুবা অফিস সহায়ক, মহর আলীর ছেলে সামাদ পরিচ্ছন্নকর্মী ও নবির স্ত্রী আয়া পদে নিয়োগ পায়।

নিয়োগের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কাজও গোপনে করা হয়েছে। এমনকি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নোটিশও বিদ্যালয়ে টাঙানো হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্যই জানেন না।

তবে গত ২৮ বছর যাবৎ শেখ আব্দুল মাস্টারের ছেলে শেখ আল মামুন কবির অফিস সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সভাপতির মেয়ে নিয়োগ পাওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মামুনের পদ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তাকর্মী ।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগের বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। শুনেছি সভাপতি এসে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, কোনো নিয়োগ হয়নি।’

স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ‘সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মিলে সবকিছু করেন। প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এ

জন্য চাকরির স্বার্থে এসব বিষয়ে কেউ মুখ খোলেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এলাকাবাসী বলেন, ‘বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁরা কাউকে বিষয়টি জানতে দেননি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ কারা নিয়োগ পেয়েছে এটা এখনো খোলামেলা করেনি স্কুল কতৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগ সম্পর্কের কোন বিষয় জানাতে পারব না। নিয়োগ আইননুসারে হয়েছে। নিয়োগের সব কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট তাঁর কাছে আছে। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে পারব না।’

নিয়োগের বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও স্কুলের সভাপতি আব্দুল হান্নান তথ্য দিতে অপারগতা স্বীকার করেন। তিনি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে তথ্য নিতে নির্দেশ করে।

তিনি আরো বলেন,‘স্কুল সভাপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? নিয়োগের বিষয়ে আপনাদের বলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইমরুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগে কোনো অনিয়ম হয়নি। ৫ সদস্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ পক্রিয়া শেষ হয়েছে।

মেহেরপুরের সুবিদপুরে রাস্তার মাটি কেটে পুকুর তৈরির অভিযোগ

মেহেরপুরের সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামে পুকুর খনন করে (সুবিদপুর-খাঁ পাড়ার) রাস্তা বন্ধের অভিযোগ করেছে গ্রামবাসীরা।

সুুবিদপুর খাঁ পাড়ার অর্ধশত ব্যক্তি মেহেরপুর সদর এসি ল্যাণ্ডের কাছে মো: শাহিন মল্লিক নামের এক মৎস ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এ কাজ করলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ,এ রাস্তাটা মোট ৫৫ ফিট তার ভিতরে পুকুরে দখলে চলো গেছে ৭ ফিট। গ্রামটি যদি কোন মানুষ মারা যায় তাহলে খাটুলি নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নাই। এর আগে আমরা গ্রামের লোকজন মিলে টাকা তুলে আমিন নিয়ে এনেছি ও রাস্তা মেপে পিলার মেরেছি। এবং আমরা বলেছি আপনাদের পুকুরের সিমানার মধ্যে আপনারা পুকুর খনন করেন কিন্তু তারা কারেনি।

স্থানীয়দের আরো অভিযোগ, এ আগে আমরা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন কে ৩ দিন নিয়ে এসেছি। তিনি দেখে বলেছেন ঘাট খননের জন্য রাস্তাটা ভাঙ্গছেনা আপনারা আপনাদের আপন আপন ঘাট বাধেন। তারপরে আমরা রাস্তার ব্যবস্থা করবে এমনকি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন চান্দি নিবো আপনারা রাস্তাটা বেধে দেন। এ রাস্তা দিয়ে সুবিদপুর উত্তর পাড়া থেকে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে আর বর্ষা হলে তারা তাদের প্যান্ট জড়িয়ে আর ছেন্ডেল হাতে নিয়ে স্কুলে যায়।

এদিকে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, আমরা যখন স্কুলে যায় তখন যদি এ রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি আশে তাহলে আমরা সাইড দিতে গেলে আমাদের পুকুরের দিকে ঠলে পড়তে হয় এমকি যখন শীত কালে পুকুর খনন করে তখন রাস্তাতে অনেক ধুলা বাতাস উঠলে আমাদের চোখে মুখে ভর্তি হয়ে যায়।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের খুটি স্থাপনে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের সম্প্রসারণ কাজের জন্য নতুন করে মেহেরপুরের অংশে পল্লী বিদ্যুতের খুটি স্থাপনের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নির্দিষ্ট মাপের থেকে কম পরিমানে পোতার অভিযোগ উঠেছে। আর এ অনিয়মের মাধ্যমে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন হাশেম আলী নামের এক ঠিকাদার। তবে পল্লী বিদ্যুতের কর্তৃপক্ষ বলছে সঠিকভাবে কাজ বুঝে নেওয়া হবে।

পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের সম্প্রসারণ কাজের জন্য মেহেরপুর থেকে খলিসাকুণ্ডি পর্যন্ত ৫৮৭টি

বিদ্যুতের খুটি ও সংযোগ স্থাপনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ ৫ কোটি ১৫ লাখ টাকার প্রকল্প তৈরি করে। সে অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ বিভাগ পল্লী বিদ্যুতের অনুকুলে ওই টাকা জমা করে। পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি থেকে দরপত্রের মাধ্যমে চার জন ঠিকাদার বিদ্যুৎ খুটি স্থাপনের কাজ পায়। এর মধ্যে হাশেম আলী পিয়াদা মেহেরপুর থেকে বামন্দি পর্যন্ত ৭টা লটে ৪৩৭টি খুটি স্থাপন বাবদ কাজ পেয়েছেন ৭০ লাখ টাকার। এছাড়া তাজুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক ও মামুনুর রশিদ একটি করে লটে ১০ লাখ টাকা করে ৩০ লাখ টাকা কাজ পান। এছাড়া বাকি ৪ কোটি ১৫ লাখ টাকার কাজ পল্লী বিদ্যুৎ নিজস্ব ভাবে সম্পন্ন করবে। এর মধ্যে বৈদ্যুতিক, তারসহ অন্যান্য সরঞ্জাম রয়েছে। যে কাজগুলো খুটি স্থাপনের পর শুরু হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার দিঘীর পাড়া থেকে মদনাডাঙ্গা পর্যন্ত সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, প্রতিটি খুটিতে নির্দিষ্ট মাপ মত পোতার জন্য চিহৃ দেওয়া থাকলেও কোনটি দুই ফুট কোনটি এক ফুট কম পোতা হয়েছে।ফলে বৃষ্টি বা ঝড়ে খুটিগুলো হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শ্রমিক জানিয়েছেন, খুটির নিচে ৩৩ কেভি গ্রাউণ্ডিং প্লেট দেওয়ার কথা থাকলেও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে গ্রাউণ্ডিং প্লেট গুলো দেওয়া হয়নি। ফলে ঠিকাদার ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তারা মিলে যার যার মত করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম (ই এন্ড সি) প্রকৌশলী নাজমুন নাহার জেরিন জানান, সড়ক ও জনপথ বিভাগের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মেহেরপুরের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যালয় থেকে খলিসাকু্◌িড পর্যন্ত ৫৮৭ টি নতুন খুটি স্থাপন ও বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে বিভিন্ন মাপের খুটি রয়েছে। ২৫ ফুট খটি ৫ ফুট, ৩০ ও ৩৫ ফুট সাইজের খুটি সাড়ে ৫ফুট, ৪০ ফুটের খুটি ৬ ফুট, ৪৫ ফুটের খুটি সাড়ে ৬ফুট, ৫০ ফুটের খুটি ৭ ফুট এবং ৬০ ফুটের খুটি ৮ফুট মাটির নিচে স্থাপন করতে হবে। কোন ঠিকাদার যদি এর ব্যত্যয় করেন তাহলে নতুন করে আবার স্থাপন করিয়ে নেওয়া হবে।

তবে গ্রাউণ্ডিং প্লেটের বিষয়ে তিনি বলেন, ঠিকাদারদের সরবরাহ করা হয়েছে। যখন কাজ দেখে নেওয়া হবে তখন নিয়মানুযায়ী সব দেখে তারপর বিল দেওয়া হবে।

ঠিকাদার হাশেম আলী পিয়াদা তিনিই একাই পেয়েছেন ৭টি লটের ৪৩৭ টি খুটি স্থাপনের জন্য ৭০ লাখ টাকার কাজ। তিনি জানান, পল্লী বিদ্যুতের নিয়মানুযায়ী খুটি পোতা হয়েছে। তবে যে যে যায়গায় পোতা সম্ভব হয়নি সেখানে ততটুকু পোতা হয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) আবু রায়হান বলেন, নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী খুটি না পোতা হলে বৃষ্টি বা ঝড় হলে হেলে যায়। যেখানে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। যে কারণে নির্দিষ্ট মাপমত খুটি পোতা জরুরি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ঠিকাদারের কাছে থেকে এখনো কাজ বুঝে নেওয়া হয়নি। যখন কাজ বুঝিয়ে দেবে, তখন কোনো ত্রুটি পেলে দরপত্রের নিয়মানুযায়ী কাজ বুঝে নেওয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে ভর্তি ও সেশন চার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ফ্রি ও সেশনচার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। নতুন শ্রেণীতে পুনঃ ভর্তির ক্ষেত্রেও একইভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বিদ্যালয়টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে চলতি ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির নাম করে অর্থ বাণিজ্য করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিভাবকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (৩জানুয়ারি) সরেজমিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ছাত্রীদের কাছ থেকে ১ হাজার থেকে ১৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণী পুনঃভর্তির ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে ৫শ’ হতে ১ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। ওই বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন ভর্তির

জন্য এক ছাত্রীর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে এবং ৭ম শ্রেণিতে কৃতকার্য হয়ে ৮ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও পুনঃভর্তির জন্য ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

অভিভাবকরা জানান, তাদের বাচ্চাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ১ হাজার ৫শ টাকা এবং পুনঃভর্তির নামে ৫শ’ হতে ১ হাজার ৫০০ টাকা নিচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে কথা বলতে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি। এ বিষয়ে কোন কথা বলবেন না বলে জানিয়ে সহকারী শিক্ষক আমজাদ হোসাইন বলেন, আসলে এ টাকা সেশন চার্জ হিসাবে নেওয়া হয়। এতো টাকা কেন নেওয়া হয় জানতে চাইলে তিনি বিদ্যালয়ের নানান ব্যয় এবং অনেক শিক্ষার্থী টাকা কম দেয় যেটা আমরা অন্যদের থেকে বেশি করে নিয়ে ঘাড়তি পূরণ করি।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী জানান, পুনঃভর্তি ও সেশন চার্জের নাম করে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন স্কুল নেয় তাহলে সেটা অনৈতিক এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ারও কোন বিধান নেই। সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫০০টাকা করে নেওয়ার আদেশ আছে।